"সঙ্কল্পে যে দৃঢ়, প্রতিজ্ঞায় যে অবিচলিত, যাবতীয় সিদ্ধি তার করতলগত। সঙ্কল্প ছাড়িব না, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিব না, এই সার নীতি যার, সেই একমাত্র বিশ্বজয়ী হইতে পারে।"
যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ
প্রতিষ্ঠাতা, ভারত সেবাশ্রম সংঘ

মায়েরডাক
MAYER DAK

www.mayerdak.com

"সত্যকে আজ হত্যা করে
অত্যাচারীর খাঁড়ায়
নেই কিরে কেউ সত্য সাধক
বুক খুলে আজ দাঁড়ায়"
—নজরুল

মাসিক বুলেটিন DL. No. 129/2000 E-mail : subhas.chkrbrty@rediffmail.com ফোন নং ঃ ৯২৩৯৭৬৯৯৩৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ মূল্য ঃ ১

নির্মম হত্যার শিকার অঞ্জনারাণী সরকার (৩৪)

১৯ আগস্ট 'আশা' নামক এন. জি. ও কর্মী, তাঁর কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার পথে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাঁর সম্ভ্রম লুটের পর শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। হত্যার পর তার মৃতদেহের উপর এ্যাসিড ছড়িয়ে দিয়ে তার মৃত দেহ বিকৃত করে ফেলে। অঞ্জনা গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলার হাবিবুল্লাপুর গ্রামের মধুসূদন সরকারের স্ত্রী।

মহেশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী ঘশিয়াল গ্রামের মনোজিত সমাদ্দারের কন্যা

শ্রীপুর থানা মাগুরা জেলা
পূর্ণিমা ধর্ষণ, হত্যাকারী আক্কাশ, জিল্লুর, ইউসুফ
গংদের ফাঁসী চাই

ঘটনার তারিখ ঃ ৪-৮-২০১০ (ইং) (বেলা ঃ ১২-৩০ মিঃ)
বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য জিহাদ ফরজ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, আল্লাহর আইন ও কোরআনের বিধিবিধান কায়েমের জন্য জিহাদ করা সব মুসলমানের জন্য ফরজ। এ জন্যই আল্লাহ নবী-রাসুলের পাঠিয়েছেন, আর তাঁরাও সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন।

১লা আগস্ট পুরানা পল্টনে ঢাকা মহানগর জামায়াতের কার্যালয়ে পল্টন থানা জামায়াত আয়োজিত ইফতার মাহফিলে এ টি এম আজহার এসব কথা বলেন। জিহাদ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, জিহাদের সঙ্গে হত্যা, বোমাবাজি বা নাঙ্গা তলোয়ারের সম্পর্ক নেই। জিহাদ মানে শক্তি প্রয়োগ, হত্যাকাণ্ড, বোমাবাজি নয়। যাঁরা এসব বলেন, তাঁরা ইসলাম বুঝেন না অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বলেন। মানুষকে কথা বলে বোঝানোও জিহাদ হতে পারে।

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে জামায়াত আল্লাহর আইন কায়েমের বিষয়টি গঠনতন্ত্র থেকে বাদ দেয়। কিন্তু অস্থায়ী নিবন্ধন পাওয়ার পর দলের নেতারা আবারও আল্লাহর আইন কামেয়মের কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, সমাজে যখন আল্লাহর আইন থাকে না, তখন সব মুসলমানের জন্য ফরজ কাজ হচ্ছে, আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য চেষ্টা করা। আল্লাহ বলেছেন, এটা করলেই হাশরের ময়দানের আজাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, যাঁরা রাজনীতি আর ধর্মকে আলাদা মনে করেন, তাঁরা ভুল বলেন। এ টি এম আজহার বলেন, কোরান আর মানে সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আল্লাহর জন্য নির্দেশনামা। এটা মুখস্ত করার বিষয় নয়। সুর করে পড়াও এর তাৎপর্য নয়। শুধু তেলাওয়াত করলেই চলবে । সমাজ ও রাষ্ট্রে কোরআনের কথা বাস্তবায়ন করতে হবে।

আহমদিয়াদের ওপর হামলা, প্রশাসন নীরব

বাংলাদেশ আহমদিয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্রীয় নেতারা অভিযোগ করেছেন, টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার চানতারা গ্রামের আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের অনুসারীদের তওবা পড়ে 'মুসলমান' হওয়ার জন্য সেখানকার ধর্মান্ধ উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠী প্রকাশ্যে চাপ দিচ্ছে। তারা আহমদিয়াদের মসজিদ ভেঙে দিয়েছে। তাদের ওপর একাধিকবার হামলা করেছে। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ১০ আগস্ট রাজধানীর বকসীবাজারে আহমদিয়া কমপ্লেক্সে এক সংবাদ সম্মেলনে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ভারপ্রাপ্ত ন্যাশনাল আমির মীর মোবাশ্বের আলী এই অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, স্থানীয় প্রশাসন নির্যাতিতদের পাশে না দাঁড়িয়ে উল্টো রাজনৈতিক সমীকরণ বোঝানোর চেষ্টা করছে।

ভূমি নেই খাসি ও ত্রিপুরাদের

ভূমি সমস্যার সমাধানে মৌলভীবাজারের আদিবাসী খাসি (খাসিয়া) ও ত্রিপুরা (টিপরা) জনগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো সমতলে ভূমি কমিশন দাবি করেছে। কমিশনের মাধ্যমে আদিবাসীদের প্রকৃত ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে তারা। যুগ যুগ ধরে জমিতে বাস ও চাষাবাদ করে এলেও ভূমির ওপর তাঁদের কোনো অধিকার নেই।

বৃহত্তর সিলেট আদিবাসী ফোরাম সূত্রে জানা গেছে, মৌলভীবাজার জেলার ছয়টি উপজেলার ছোটবড় ৬৫টি পানপুঞ্জিতে আদিবাসীরা বাস করেন। বেসরকারি সংস্থা শেড সূত্রে জানা গেছে, দেশে মোট পানপুঁজির সংখ্যা ৮৫টি। খাসিয়ারা মূলত পান চাষের ওপর নির্ভরশীল। উত্তরাধিকার সূত্রে খাসিয়ারা বনভূমির বাসিন্দা। অনেকদিন ধরে খাসিয়া আদিবাসীরা ভূমি সমস্যায় ভুগছেন। সহজ-সরল আদিবাসীরা নানারকম হয়রানিমূলক মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। ত্রিপুরা সংসদ সূত্রে জানা গেছে, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর ১৬টি গ্রাম রয়েছে। এর মধ্যে দুই জেলায় আটটি করে গ্রাম রয়েছে। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর লোকজন বনের মধ্যে লেবু, আনারস, কাঁঠালসহ বিভিন্ন ধরনের ফল ও সবজির চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

ত্রিপুরা নেতারা জানিয়েছেন, মাত্র চারটি ত্রিপুরা গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। বাকি ১২টি গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এসব গ্রাম থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দূরত্ব আট থেকে দশ কিলোমিটার। ১৬টি গ্রামে ছয় হাজার ত্রিপুরা আদিবাসী বাস করছেন।

বৃহত্তর সিলেট আদিবাসী ফোরামের মহাসচিব ডিভিশন প্রধান সুচিয়াং বলেন, 'সমতলের আদিবাসীদের জন্য একটি ভূমির মালিক কারা, সেটা নিশ্চিত হওয়া যাবে।

বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদের সাধারণ সম্পাদক ও বৃহত্তর সিলেট আদিবাসী ফোরামের কার্যকরী কমিটির সদস্য জনক দেব বর্মণ বলেন, 'অনেক সমস্যাই প্রধান। ১৬টি গ্রামের মধ্যে ১২টি ত্রিপুরা গ্রামে জমির মালিকানা নেই। এরা ফরেষ্ট ভিলেইজার হিসেবে বাস করছে। জমির মালিকানা না থাকায় এসব গ্রামে কোনো স্কুল নেই।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু উৎপীড়ন বন্ধের দাবি জানিয়ে রাষ্ট্রপতিকে

মহামান্য
রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বঙ্গভবন, ঢাকা, বাংলাদেশ
মাধ্যমে ঃ মাননীয়, উপ-দূত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ উপ-দূতাবাস
৯, সার্কাস এভিনিউ
কোলকাতা—৭০০০১৭

বিষয় ঃ বাংলাদেশে বসবাসকারী ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর অব্যাহত অমানবিক উৎপীড়ন বন্ধের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি

মহাশয়,

যথাবিহিত সম্মান পূর্বক আপনাকে জ্ঞাত করিতেছি যে, আমাদের সংগঠন 'নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ' পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশে অমানবিকভাবে উৎপীড়িত এবং জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত, ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান নাগরিকদের মানবাধিকার আন্দলোনের একটি সংগঠন। ১৯৭৭ সাল থেকে গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ ভাবে এই সংগঠন উক্ত উৎপীড়িত এবং জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত মানুষদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দলোনরত।

আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করিতেছি যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার

এরপর দুয়ের পাতায়

স্মারকলিপি

(প্রথম পাতার পর)

স'পক্ষে এবং প্রগতিশীল শক্তি আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ও সংখ্যালঘুদের ওপর উৎপীড়ন এবং জন্মভূমি থেকে বিতাড়ন পূর্বের মতই বর্তমানে ও অব্যাহত। জোটবদ্ধ ভাবে সংখ্যালঘু নাগরিকরা বিভিন্ন সময় নির্বাচনে, শেখ হাসিনা পারিচালিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে সমর্থন জানালেও, সংখ্যালঘু নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্তমান আওয়ামী লীগের স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃত্বের দলবদ্ধ হামলায় বিঘ্নিত হচ্ছে। আতংকিত সংখ্যালঘুরা প্রতিদিন তাদের জন্মভূমি ত্যাগে বাধ্য হচ্ছেন, শোনা যায়, এই জন্মভূমি ত্যাগীদের সংখ্যা বর্তমানে গড়ে প্রতিদিন ৭০ জন। ১৯৭২ সালের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান পূনর্বহালের আড়ালে, বাংলাদেশ সংখ্যালঘু শূন্য করার পরিকল্পিত প্রক্রিয়া অবসান হবে বলে চেতনা সম্পন্ন মানুষরা বিশ্বাস করেন না। বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের একাংশের মনে—সাম্প্রদায়িকতার শিকর শাখা-প্রশাখা যে ভাবে বিস্তার করছে তাহাতে বাংলাদেশকে 'হিন্দু রাষ্ট্র' ঘোষণা করলে ও সংখ্যালঘু উৎপীড়ন বন্ধ হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। কারণ প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠনগুলির এ বিষয়ে যথেষ্ট আন্তরিকতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। এই অভাবের কারনে, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘু উৎপীড়ন একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াতে' পরিণত হয়েছে। আওয়ামী লীগের মুসলীম কর্মীও স্থানীয় নেতৃত্ব মানসিকভাবে এই সাম্প্রদায়িক বিষ মুক্ত হতে পেড়েছে বলে মনে হয় না।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আপনার অবগতির জন্য কয়েকটি সংখ্যালঘু উৎপীড়নের ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করছি।

১। ১১ আগস্ট ২০১০ রাতে, ঢাকা শহরে সুত্রাপুর থানাধীন ২২২নং দক্ষিণ মৈশুণ্ডির ২২ কাঠা জমির ওপর তিনশত বছরের ঐতিহ্যবাহী দোতলা ভবনের ৩৪টি কক্ষে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ৩৫ টি হিন্দু পরিবারের ওপর স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতার নেতৃত্বে আনুমানিক দুই শতাধিক সশস্ত্র মুসলিম সন্ত্রাসী হামলা চালায়। হামলা কারীরা আগ্নেয়াস্ত্র থেকে একাধিকবার ফাঁকাগুলি ও ব্যাপক হাত বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। নারী, শিশু নির্বিশেষে বেদম প্রহার করে। দোতলায় অবস্থিত শতাধিক বর্ষের প্রাচীন শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জনার্দণ জিউ মন্দির ও পূজিত দেব মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। মন্দিরের মুল্যবানসামগ্রী সহ বাসিন্দাদের পাঁচ লাখ টাকার মালামাল লুণ্ঠিত হয়। বাড়িতে বসবাসকারী সমস্ত পরিবারগুলিকেতাড়িয়ে দেয়।

ভবনটির সমস্ত দরজা-জানালা হামলাকারীরা খুলে নিয়ে যায়, স্থানীয় প্রশাসন ১২.৮.০১০ বিকাল পর্যন্ত বিষয়টি গোপন রাখার অপচেষ্টাসহ গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের নানাভাবে হয়রানি করে। হামলার সময় এলাকার কিছু মানুষ সূত্রাপুর থানায় একাধিকবার ফোনে জানানো সত্বেও পুলিশ আক্রান্তদের নিরাপত্তা দিতে এগিয়ে আসেন নাই। হামলাকারীরা দেবত্তোর সম্পত্তিটি গ্রাস করার লক্ষ্যে বহু পূর্বেই একাধিক জাল দলিল তৈরি করেছে।

পুরনো ঢাকার সুত্রাপুরে গত ৬ মাসে শতাধিক সংখ্যালঘু পরিবারকে বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। দখল করে নেয়া হয়েছে শত কোটি টাকা মূল্যের সরকারি ও ব্যক্তি-মালিকানাধীন জমি। বাস্তুচ্যুতদের অনেকেই বস্তি, রাস্তার পাশে এবং বেড়িবাঁধ এলাকায় আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন।

অভিযোগ রয়েছে, স্থানীয় একাধিক দখলদার চক্র পুলিশ ও ক্ষমতাসীনদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। কতিপয় অসাধু পুলিশ কর্মকর্তা, সন্ত্রাসী নামে-বেনামে উক্ত সিন্ডিকেটের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। তারা স্ত্রী, কন্যা, সন্তান-সন্ততির নামে অল্প টাকায় অধিক মূল্যের জমি ক্রয় করছেন। কিংবা দখলকৃত জমি বিক্রি করে মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছেন। এছাড়া থানা পুলিশ মোটা অংকের চুক্তির বিনিময়েও দখল বাণিজ্যে সহায়তা করছেন। ফলে আক্রান্তরা মাথা কুটে মরে গেলেও পুলিশী সহায়তা পাওয়া যায় না বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। যেমনটি ঘটেছে সুত্রাপুর থানার দক্ষিণ মৈশুণ্ডির ২২২ নম্বর বাড়ির বাসিন্দাদের ক্ষেত্রেও।

প্রশাসন দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আশ্বাস দিলেও গত সাতদিনে হামলা, ভাঙচুরের সাথে জড়িতদের কেউ গ্রেফতার হয়নি। থানা এ সংক্রান্ত কোন মামলাও নেয়নি। সুত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহম্মদ নজরুল ইসলাম সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মামলা ছাড়া তিনি কোন আসামী ধরতে পারবেন না। অথচ উক্ত বাড়ীর মন্দিরের সেবায়েত একাধিকবার থানায় মামলা করতে গেলেও নানা অজুহাতে পুলিশ মামলা নিচ্ছে না। ঘটনার মূল হোতা সূত্রাপুর থানা আওয়ামী লিগের শীর্ষ স্থানীয় নেতা ও এককালে টেরর গ্রুপের প্রধান সহ সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করছে না। এই সন্ত্রাসী গ্রুপের বিরুদ্ধে ওয়ারি, বনগ্রাম ও ধোলাই খাল এলাকায় ১৮টি হিন্দু সংখ্যালঘুদের বসতবাড়ি ও অর্ধশতাধিক দোকান এবং কারখানা দখলের অভিযোগ রয়েছে। গত ছয় মাসে সুত্রাপুর থানা এলাকায় রেবতিমোহন দাস রোডে সন্ত্রাসী আসাদ মাহবুব বিপু, বিশাল মাহমুদ ও সালে মোহাম্মদের নেতৃত্বে-৮৯,৯০,৯১, ৯৪ হোল্ডিং থেকে ২৭ টি সংখ্যালঘু পরিবারকে বাস্তুচ্যুত করা হয়। জবরদখল করা হয় ২৫ কাঠা জমি সহ সংখ্যালঘুদের বাড়ি-ঘর। আশপাশের আরো কয়েকটি হোল্ডিং-এ শতাধিক হিন্দু দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতেন। একই সড়কের ৯৫ হোল্ডিং-এ ৭৫টি দলিত পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়। জবর দখল করা হয় তাদের ঘরবাড়ি সহ ৩২ কাঠা জমি। দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা সমাবেশ করা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়না। বরং পুলিশের সহায়তায় এই সন্ত্রাসী চক্র ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। স্থানীয় শম্ভুনাথ সাহা জানান, দলিত পল্লীর শতাধিক উচ্ছেদকৃত বাসিন্দা শহরের বিভিন্ন বস্তিতে, রাস্তার পাশে, বেড়িবাঁধে আস্তানা গেড়েছে। প্রায় ১৫০ বছর ধরে তারা এখানে শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করে আসছিল। স্থানীয় আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী মহল দলিত পল্লীর অনেককেই পরিকল্পিতভাবে হত্যা মামলায় জড়িয়ে বসতভিটা ছাড়তে বাধ্য করেছে। আর এই অপকর্মের সাথে সুত্রাপুর থানা পুলিশের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। একইভাবে দখল হয়ে গেছে আর. এম. দাস রোডের ৩২ ও ৩৩ নং হোল্ডিংএর ১৮ কাঠা বাড়ী। দখলদাররা বি. কে. দাস রোডে নেপাল সাহার আড়াইকাটার দোতলা বাড়ী দখল করেছে। এই দখলের নেতৃত্বে রয়েছে সাজ্জাদ নামে বি. এন. পি-র এক নেতা। ১৫৯ নং আর এন দাস রোডের একটি হিন্দু বাড়ী দখল করে মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে। একইভাবে ৩৪, ৩৫, ৩৭ নং হোল্ডিং-এ অবস্থিত হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি সেবাশ্রম দখল করা হয়েছে। যার পরিমাণ ১৬ কাঠা। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ গোপালবাবুর আর এন দাস রোডের বাড়ীটিও দখল হয়ে গেছে। অভিন্ন কায়দায় দখল হয়ে গেছে তনুগঞ্জ লেনের ২৪, ২৫, ২৬ ও ৫৪ নং নর্থ ব্রুক হল রোডের একাধিক সংখ্যালঘুর বাড়ী।

২। ৪ আগস্ট ২০১০ দুপুরে, মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার ঘোশিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর হিন্দু ছাত্রী পূর্ণিমা সমাদ্দার (১৪) স্কুলে পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফেরার পথে, ৫/৭ জন মুসলিম দুর্বৃত্ত আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে পূর্ণিমাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তার সম্ভ্রম লুটের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে যায়।

৩। সম্প্রতি ঢাকা জেলার ধামরাইয়ের নান্নার কালী ও শিব মন্দিরের ২৮০ শতাংশ জমির মধ্যে ২০০ শতাংশ জমি স্থানীয় কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত আবুল বাশার বাচু, রতন মিয়া, লাভলু মিয়া, জসীম মিয়া ও রাজ্জাক মিয়া বলপূর্বক দখল করে নিয়েছে।

৪। সম্প্রতি ঢাকা জেলার ধামরাই পৌর এলাকার গোপননগরে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিমল ঘোষ, প্রতীক ঘোষ, সুদেব ঘোষ, জয়ন্ত ঘোষ ও পাকন্ত ঘোষের ১৩৪ শতাংশ জমি পার্শ্ববর্তী আশুনিয়া গ্রামের দুর্বৃত্ত বোরহান উদ্দিন জাল দলিলের মাধ্যমে দখল করে নিয়েছে। বোরহান উদ্দিনের প্রাণ নাশের হুমকিতে, উক্ত পাঁচটি হিন্দু পরিবার পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

৫। সম্প্রতি লালমণির হাট জেলা সদরে জয়হরি গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা জগদীশ চন্দ্র সরকারের বাড়িতে, স্থানীয় বি এন পি দলের নেতা এ বি এম ফারুক সিদ্দিকীর নেতৃত্বে ২৫/৩০ জন দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে কলেজ পড়ুয়া হিন্দু ছাত্রী দিতি রানী সরকারকে অপহরণের চেষ্টা করে। এলাকার হিন্দুদের পাল্টা সশস্ত্র প্রতিরোধে অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। হামলা কারীদের বেদম প্রহারে উক্ত পরিবারের জগদীশচন্দ্র সরকার (৪৮), অর্চনা রানী সরকার (৪০), মিনতি রানী সরকার (৩২), লাকী রানী সরকার (৩০) ও দিতি রানী সরকার (১৮) গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে অদ্যবধি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

৬। এক লাখ টাকা জিজিয়া করের দাবিতে এক হিন্দু পরিবারের ওপর হামলা চালালো কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। ১৫ জুলাই ২০১০, ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার শুভরিয়া গ্রামের গোপাল রাজবংশীর বাড়িতে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে নগদ ৩০ হাজার টাকা, স্বর্ণালংকার সহ আনুমানিক ৭০ হাজার টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে।

৭। সিলেট এম সি কলেজের হিন্দু ছাত্র উদয়েন্দু সিংহ হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে, মণিপুরি ছাত্র পরিষদের ডাকা মানববন্ধন কর্মসূচী স্থানীয় আওয়ামী লিগ নেতাদের প্রবল চাপে ১৭জুলাই বাতিল করতে হলো। আওয়ামী লিগের কৃত্রিম সংখ্যালঘু প্রেমের মুখোশ ক্রমশই প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে।

৮। ২৬ জুলাই ২০১০, ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার জয়কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের বাহাদুর পুর এলাকার হিন্দু বাসিন্দা, সঞ্জীব চক্রবর্ত্তীকে (২৫) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তার সঙ্গে থাকা মোটর সাইকেলটি দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

৯। গাছ লাগিয়ে জীবন বিমা করেছিলেন, সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার বল্লা গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা বাবুল রামদাস। শতাধিক মূল্যবান গাছের সবুজ ছায়ায় ঢেকে দিয়েছিল তার নিজ দুই বিঘা জমি। সহ্য হলো না মুসলিম দুর্বৃত্তদের। ২৬/২৭ জুলাই ২০১০, দুই দিন ধরে দলবদ্ধ দুর্বৃত্তরা ১০ লাখ টাকা মুল্যের গাছ কেটে লুট করে নিয়ে গেছে।

১০। ২৭ জুলাই ২০১০ দুপুরে, সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলা পরিষদের হিন্দু চেয়ারম্যান অবনীমোহন দাসের ওপর হামলা চালালো আওয়ামী লিগের মুসলিম দুর্বৃত্তরা। তাকে প্রকাশ্য রাস্তায় ফেলে বেদম প্রহার করা হয়। স্থানীয় আওয়ামী লিগ সংসদ সদস্য মতিউর রহমানের গোপন নির্দেশে এই হামলা করা হয়েছে বলে অবনীবাবুর অভিযোগ।

আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের অন্য রাজনৈতিক দলগুলির অনুকরণে বাংলাদেশ শাসন করছেন। ধর্মীয় সংখ্যালঘু উৎপীড়নের ব্যাপারে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশ সংখ্যালঘু শূন্য করে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান প্রবর্তন এক হাস্যকর উপাদান। এ কথা আওয়ামী লীগের নেতাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আপনি রাষ্ট্রের সর্বচ্চো নেতা হিসাবে আপনার নিকট আমাদের বিনম্র দাবি রাখছি। আশাকরি আপনি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা পূর্বক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

দাবিসমূহ ঃ

১। পুরণো ঢাকার সুত্রাপুর থানা এলাকায় যে সমস্ত সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়ি ঘর সন্ত্রাসীরা দখল করে নিয়েছে এ বিষয়ে উচ্চপর্যায়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে তদন্ত করতে হবে। এবং অবিলম্বে দখলদার মুক্ত করে উক্ত সম্পত্তি সংখ্যালঘু মালিক ও বাসিন্দাদের হাতে ফেরত দিতে হবে। এবং সন্ত্রাসী দখলকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

২। সংখ্যালঘু উৎপীড়নকারীও সহায়তাকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। প্রতিটি সংখ্যালঘু উৎপীড়নের অভিযোগ এফ আই আর হিসাবে বাংলাদেশের প্রতি থানায় নথিভুক্ত করতে হবে। নমস্কারান্তে

সুভাষ চক্রবর্তী
সাধারণ সম্পাদক
নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ
ফোন ঃ ৯২৩৯৭৬৯৯৩৮
তারিখ ঃ ১৯/০৮/২০১০
E-mail : subhas.chkrbrty@rediffmail.com

যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ ঃ—

১। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গণভবন, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

পাকিস্তান ঃ অন্তহীন সংঘাত

আলী রীয়াজ

দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তাবিষয়ক সুমিত গাঙ্গুলীর লেখা একটি বইয়ের শিরোনাম কনফ্লিক্ট আন এন ডিং অন্তহীন সংঘাত। ২০০২ সালে প্রকাশিত এই বইয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সংঘাত ও সংঘর্ষ; জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যে উত্তেজনা ১৯৪৭ সাল থেকে চলে আসছে, তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন সুমিত গাঙ্গুলী। বইটি যখন প্রকাশিত হয়, বিশেষ করে যখন লেখা হয়ছিল তখনো অনেকের মনে হয়নি যে এই শিরোনামটি সঞ্চয়ে রেখে দেওয়া দরকার ভবিষ্যতের জন্য। ভারত ও পাকিস্তানের সংঘাত যে অন্তহীন ভাবে চলবে, তা সুমিত গাঙ্গুলী ঠিকই অনুমান করেছিলেন; কিন্তু সঞ্চয়ে রাখা দরকার ছিল এই কারণে যে পাকিস্তান তত দিনে এমন এক সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে, যার অবসান হওয়ায় কোনো সম্ভাবনাই নেই। সেই সংঘাত বা যুদ্ধ বাইরের কোনো শত্রুর সঙ্গে নয়; সে সংঘাত তার নিজের দেশের ভেতরে। পাকিস্তানের গত দুই দশকের ইতিহাসের দিকে তাকালে, বিশেষ করে ২০০৩ সালের পরের ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ করলে এ কথা বুঝতে অসুবিধা হবে না, পাকিস্তান দেশের ভেতরে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে এমন এক লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছে, যার কোনো শেষ নেই। সুমিত গাঙ্গুলীর বইয়ের শিরোনাম ধার করে বলতে পারি, অন্তহীন সংঘাত।

পাকিস্তানের ভেতরে প্রতিদিন যে সংঘাত বা যুদ্ধ চলছে, তার খবর এখন আর সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় কিংবা টেলিভিশনের শীর্ষ সংবাদেও স্থান পায় না। প্রায় প্রতি সপ্তাহের কোনো না কোনো দিন পাকিস্তানের কোনো শহরে বড় ধরনের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় কয়েক ডজন নিরীহ মানুষের মৃত্যুর খবর এখন প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা। আফগানিস্তান বা ইরাক, যে দুটো দেশে বিদেশি সেনার উপস্থিতি রয়েছে; বিশেষত আফগানিস্তানে যেখানে একটা যুদ্ধ চলছে, তার চেয়ে খুব কম লোক পাকিস্তানে মারা যাচ্ছে, তা নয়। সর্বোপরি অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত এলাকা ওরোকজাই পার্বত্য এলাকায় কয়েক মাস ধরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও পাকিস্তানি তালেবান জঙ্গিদের মধ্যে অব্যাহত লড়াই চলছে। ওয়োকজাই পেশোয়ার থেকে খুব দূরে নয়। আফগানিস্তান-সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলে সেনাদের অভিযান শুরু হয় মার্চ মাসে। জুন মাসের শুরুর দিকে পাকিস্তানি সেনারা ঘোষণা দেন যে, তাঁদের অভিযান সফল হয়েছে। কিন্তু সে দাবি যে খুব জোরালো নয়, সত্যতাও প্রশ্নাতীত নয়, তার প্রমাণ হলো এখনো প্রতিদিন সেখান থেকে হামলা পাল্টা হামলার খবর আসে, পাকিস্তানি সেনারা হামলায় নিহত হন এবং বেসামরিক ব্যক্তিদের অনেকেই তাঁদের বাড়িঘরে ফিরতে পারছেন না। ওরোকজাইয়ে পাকিস্তানি সেনা অভিযান চালানোর প্রয়োজন দেখা দেয় গত বছরে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে তাদের আংশিক সাফল্যের পর। দক্ষিণ ওয়জিরিস্তানে তালেবান জঙ্গি ও তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযানের ফলে নেতারা সেখান থেকে সরে এসে জায়গা করে নেন ওরোকজাইয়ে। দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে তালেবান জঙ্গিদের তৈরি পাল্টা হামলায় সরকারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা নিহত হননি, আটকও হননি। তাঁরা এখনো নেতৃত্বের আসনেই বহাল আছেন।

ওরোকজাইয়ে পাকিস্তানি সেনাদের অভিযানের ফলে তালেবান ক্ষতিগ্রস্ত হলেও খুব বেশি লাভ হয়নি কেন্দ্রীয় সরকারের। বরং এখন তাদের জন্য বিপদ বেড়েছে আরও বেশি। জঙ্গিরা এখন তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে সরে এসে জায়গা করে নিচ্ছে অন্যান্য শহরে। এদের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে উঠেছে লাহোর শহর।

এ মাসের শুরুতে লাহোর একটি দরগায় আত্মঘাতী বোমা হামলা তার একটি প্রমাণ। জঙ্গিদের এই আচরণ থেকে এখন এটা স্পষ্ট যে পাকিস্তানে তালেবান জঙ্গিরা গোটা দেশেই তাদের প্রভাব, আস্তানা ও সমর্থন বৃদ্ধি করেছে। পাকিস্তানি সেনাদের অভিযান তাদের কেবল জায়গা বদল করতে বাধ্য করছে, অন্যদিকে সেনা অভিযানের সময় বেসামরিক ব্যক্তিদের মৃত্যু ও বিপর্যয় সেনা অভিযানের প্রতি সমর্থনও হ্রাস করছে।

দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান ও ওরোকজাইয়ে যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার উদ্দেশ্য একটাই—লক্ষ করুন, কীভাবে পাকিস্তানের প্রতিটি এলাকায় জঙ্গিরা ছড়িয়ে পড়ছে। গত তিন বছরে কমপক্ষে সাড়ে তিন হাজার বেসামরিক ব্যক্তি জঙ্গিদের হামলায় মারা গেছেন। তা সত্ত্বেও জঙ্গিরা কেন তাদের কর্মকাণ্ড চালাতে পারছে, সেটাই এখন অনেকের কাছে বড় প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর অনেকের কাছেই খুব প্রীতিকর নয়, পাকিস্তানি সমাজে জঙ্গিগোষ্ঠীর প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থন আছে এবং তা গত বছরগুলোয় খুব কমেনি। উপরন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোয় নতুন নতুন জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান ঘটেছে। গাজী বাহিনী বলে যে নতুন জঙ্গিগোষ্ঠীটি এখন সক্রিয়, তার প্রতিষ্ঠা হয়েছে ২০০৭ সালে, ইসলামাবাদে লাল মসজিদে সেনা আভিযানের পর। পাকিস্তান তালেবান-তেহরিক-ই তালেবান পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাও হয়েছে ওই বছরই।

পাকিস্তানে জঙ্গিগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস কমবেশি সবার জানা। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসান মোকাবিল করতে যুক্তরাষ্ট্রের অপরিণামদর্শী নীতির হাত ধরে এদের আবির্ভাব। কিন্তু ইতিহাসের শেষ সেখানে নয়, নববইয়ের দশকে যুক্তরাষ্ট্র যখন আফগানিস্তান নিয়ে অনুৎসাহী হয়ে পড়ে, পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী এসব জঙ্গিকে লালন পালন করেছে কাশ্মীর এবং আফগানিস্তানে পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার জন্য। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ভারত সংঘর্ষ কেবল এই অর্থেই অন্তহীন নয় যে, তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে বরং অন্তহীন এই অর্থে যে তা পাকিস্তানকে ভেতর থেকে চূর্ণ বিচুর্ণ করে ফেলবে। আফগানিস্তানে তালেবানদের সমর্থন করার নীতির পেছনেও যে পাকিস্তানের ভারতবিরোধিতাই কাজ করে, তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এই নীতি থেকে পাকিস্তান এক বিন্দুও সরে আসেনি বলেই জুন মাসে প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে, পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই আফগান তালেবানদের সাহায্য করে চলেছে। সেই সাহায্য তাদের দেশের ভেতরে জঙ্গিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযানে হাত-পা বেঁধে দিয়েছে। জুন মাসে পাকিস্তানিদের মধ্যস্থতায় তালেবান ও কারজাই সরকারের মধ্যে সমঝোতার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তার লক্ষ্য ছিল হাক্কানি গোষ্ঠী বলে আফগান তালেবানের এক অংশকে রাজি করানো। হাক্কানি গোষ্ঠীর ঘাঁটি পাকিস্তানে এবং স্পষ্টত পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। কিন্তু এই গোষ্ঠীটি একই সঙ্গে আল-কায়েদার সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধ সত্ত্বেও হাক্কানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সরকার অভিযান চালাতে রাজি হয়নি। একইভাবে আফগান তালেবান নেতৃত্ব, যা 'কোয়েটা শুরা' বলে পরিচিত, তাদের ঘাঁটিতে হামলা চালানোর জন্য পাকিস্তানি সরকার যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে সম্মত হয়নি।

আফগানিস্তান থেকে আগামী বছরের জুলাই মাসে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার শুরু হবে বলে প্রেসিডেন্ট ওবামার প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানভিত্তিক আফগান তালেবানরা অপেক্ষা করছে যে তারা এরপর অভিযান জোরদার করবে। তাদের আশা ও আস্থা যে পাকিস্তানের শাসকেরা তাদের সমর্থন দেবে। এটা কেবল অতীতের ইতিহাস ও বর্তমান যোগাযোগের কারণেই তার মনে করে, তা নয়। পাকিস্তানি সরকার, সেনাবাহিনী ও বিশ্লেষকদের কথাবার্তায়ও তা স্পষ্ট। যুক্তরাষ্ট্র আফগান সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ভারতের সাহায্য নিয়েছে—এ খবরে পাকিস্তানের অনেক বিশ্লেষকই এই উপসংহার টেনেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র চায়, ভারত আফগানিস্তানে প্রভাব বিস্তার করুক। অনেকের হয়তো মনে থাকবে যে সোভিয়েত আগ্রাসনের সময় আফগানিস্তানের সরকারের প্রতি ভারতের পূর্ণ সমর্থন ছিল। ফলে তালেবান ও জঙ্গিদের প্রশ্নটিকে পাকিস্তানি শাসকেরা এবং সাধারণ মানুষ পাকিস্তান ভারত সম্পর্কের বাইরে বিবেচনা করতে পারেন না।

পাকিস্তানে জঙ্গিগোষ্ঠীর প্রতি সমর্থন কেবল রাষ্ট্রের কাছ থেকে আসে, তা মনে করার কোনো কারণ নেই। এই গোষ্ঠীগুলো পাকিস্তানের মূলধারার রাজনীতির দলগুলোর সঙ্গে ও যুক্ত। তদুপরি সাম্প্রদায়িক মনোভাব, বিশেষ করে শিয়া-সুন্নি সংঘাতের মনোভাব চাঙা রাখার জন্য এই গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা রয়েছে।

গত নয় বছরে অব্যাহত আফগানিস্তান যুদ্ধের সূত্র ধরে পাকিস্তানে মার্কিন ড্রোন হামলা পাকিস্তানি সরকারের প্রতি মার্কিন সমর্থন অনেক পাকিস্তানিকেই মার্কিনবিরোধী করে তুলেছে। এই মনোভাব থেকেও কেউ কেউ জঙ্গি গোষ্ঠীকে সমর্থন করেন। এ সবই পাকিস্তানি সমাজের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন কারণে স্থায়ী হয়ে উঠেছে। জঙ্গিগোষ্ঠী—এগুলো আর আলাদা করে বিবেচনায় থাকছে না। এই আত্মঘাতী প্রবণতার মাশুল গুনছে পাকিস্তানের মানুষ। এই আত্মঘাতী ও অন্তহীন সংঘাতের ফলে প্রতিদিন মানুষেরই মৃত্যু ঘটছে তা নয়, রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের স্থায়িত্ব দুর্বল হয়ে পড়ছে। আগামী বছরে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার শুরু হলে এই অঞ্চলের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। সেই অধ্যায়ে পাকিস্তানের ভূমিকা কতটা ইতিবাচক হবে, সেটাই প্রশ্ন।

সৌজন্যে ঃ প্রথম আলো, ঢাকা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

* আগামী দুই বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের সুন্দরবনসহ ১১টি বনকে কার্বন বাণিজ্যের আওতায় নিয়ে আসা হবে বলে জানা গেছে। হবিগঞ্জের রেনা কালেঙ্গার ১৭৮৯ হেক্টর, লাউছড়া ১২৫০ হেঃ সাতছড়ি ২৪৩ হেঃ খাদিমনগর ৬৭৯ হেঃ মধুপুর ৮৪৩৬ হেঃ ভাওয়াল ৫০২২ হেঃ এবং কাপ্তাই ৫৪৬৪ হেক্টর।

* বয়স ১১০ বছর। দীর্ঘ জীবনে ২২টি বিয়ে করেছেন তিনি। বাবা হয়েছেন ৭৪জন সন্তানের। সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার উত্তর প্রতাপপুর এলাকার পান্থরাই গ্রামের বাসিন্দা আরজুমন্দ আলী। ব্রিটিশ আমলে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। বাংলা ও ইংরাজী পত্র পত্রিকা তিনি অনায়াসে পড়তে পারেন।

* ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নভোচারী সুনীতা উইলিয়াম দ্বিতীয় বারের মতো মহাকাশ ভ্রমণে যাচ্ছেন। ২০১২ সালে জুন মাসে রাশিয়ার নভোচারী ইউরি ম্যালেন চেনকো ও জাপানের নভোচারী আকিহিকো হোশিদের সাথে মহাকাশ ভ্রমণে যোগ দেবেন।

* বাংলাদেশ সরকার গত ১৮ মাসে আদিবাসীদের উন্নয়নে কোন কাজ করেনি, বলে অভিযোগ করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র লারমা (সন্তু লারমা) তিনি অধিকার প্রতিষ্ঠায় আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

* রোগ-শোক এবং অনাহারে মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া হলো মুক্তিযোদ্ধা বৈদ্যনাথ হালদারকে (৬৭)। নাটোরের গুরুদাসপুর পৌর সদরে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। টানা আট মাস শুধু মাত্র হিন্দু হওয়ার অপরাধে এই বীর মুক্তি যোদ্ধার দুঃখদুর্দশায় কেউ খোজ নেয়নি।

* গত দেড় বছরের অধিক সময় ত্তট্টদ্ধড্রত্ম ড্ডট্টন্ট্রত্থত্ত ওয়েব সাইডে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় নতুন কোন তথ্য সম্পৃক্ত করা যায়নি অনিবার্য কারণ বশত। কিন্তু তাতেও জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় নাই এই ওয়েব সাইডের, ১/১/২০১০ থেকে ৩/৮/২০১০ পর্যন্ত, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৫৩ হাজার ৪ শত ৬৯ জন পাঠক ওয়েব সাইডে পত্রিকা পাঠ করেছেন। জুলাই ২০১০, বাংলা ভাষায় 'মায়ের ডাক' প্রকাশিত পত্রিকা ৮ হাজার ৮ শত ৪১ জন পাঠক ওয়েব সাইডে পাঠ করেছেন।

* ফ্রান্সের প্রকাশ্য স্থানে বোরখা পরিধান নিষিদ্ধ করে ১৩ জুলাই একটি বিল পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ

এরপর চারের পাতায়

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

(প্রথম পাতার পর)

পাশ করেছে। বিলটি এখন আইনে পরিণত হওয়ার জন্য সিনেটে অনুমোদিত হতে হবে। বিলটির পক্ষে ভোট পরে ৩৩৬ টি। বিপক্ষে মাত্র ১টি। আগামী সেপ্টেম্বরে বিবলটি সিনেটে উত্থাপন করা হবে। সিনেটে অতি সহজেই বিলটি পাশ হয়ে যাবে, বলে ধারণা করা হচ্ছে।

* বাংলাদেশ সরকার ভিয়েতনাম থেকে একলাখ মেট্রিকটন আতপচাল আমদানি করবে। প্রতি টন চালের দাম পড়বে ৩৮০ মার্কিন ডলার। সেইসাথে ভারত থেকে সেদ্ধ চাল আমদানি করবে তিন লাখ মেট্রিকটন। প্রতি টন চালের মুল্য পড়বে ৪৫০ থেকে ৪৮০ মার্কিন ডলার।

* সংবিধান সংশোধন করা হলেও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এবং বিসমিল্লাহ? কোনভাবেই বাদ না দেওয়ার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেন মহম্মদ এরশাদ।

* বিশ্বের সবচেয়ে কম দামি ল্যাপটপ' ধরনের কম্পিউটার তৈরী করছে ভারত। যার মূল্য হবে মাত্র ১৫০০ টাকা। ভারতের সর্বচ্চো কারিগরি সংস্থা ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সর গবেষক দল এই 'ল্যাপটপ' তৈরীর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চলেছে।

* 'গীত গোবিন্দ' খ্যাত সংস্কৃত কবি জয়দেবের বসতভিটা সংরক্ষণের দাবি করা হয়েছে। রাজা লক্ষণ সেনের রাজসভার প্রধান কবি জয়দেবের জন্মস্থান বর্তমান বাংলাদেশের জয়পুর হাট জেলার আমদই ইউনিয়নের কেন্দুলি নামক গ্রামে বলে সেখানকার বিশিষ্ট গবেষকদের দাবি।

* মুসলিম নারীরা বিচারপতি হতে পারবে না। এটা শরিয়ত বিরোধী। সম্প্রতি দারুল উলুম দেওবন্দ তাদের ওয়েব সাইডে এমন ফতোয়া জারি করেছে। এই ফতোয়া নিয়ে তুমুল বিতর্ক দেখা দিয়েছে।

* মরক্কোয় দুর্ঘটনা এড়াতে ঝুঁকিপূর্ণ ১২৫০ টি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হবে। ১১ আগস্ট সরকারী ভাবে এক বিবৃতিতে একথা জানানো হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে একটি মসজিদের মিনার ভেঙ্গে ৪১ জন মারা গিয়েছিল। মরক্কোর ধর্ম মন্ত্রনালয় জানায়, পাঁচশতাধিক মসজিদ সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলে নতুন মসজিদ নির্মান করা হবে।

* পুলিশের বাধায় হিজবুল মুজাহিদিন নামে উগ্র ইসলামী সংগঠনের সভা বন্ধ হয়ে গেল। মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর থানার প্রত্যন্ত চর অঞ্চলে বাঁচামরা এলাকায় হাফিজিয়া মাদ্রাসা মাঠে এক জমায়েতের ডাক দিয়েছিল। পুলিশের অনুমতি না থাকায় ওই জমায়েত সভা পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে। গত ২ আগস্ট ২০১০ বিকালে, জমায়েতে যোগ দিতে সহস্রাধিক মানুষ উপস্থিত হয়েছিল।

* দুঃস্থ রোগীদের বিনামুল্যে চিকিৎসা কর হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে মঙ্গল ও বুধবার সকাল ৭টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত রোগ নির্ণয় ও ঔষধ বিতরন করা হয়। নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ ট্রাস্টের তরফ থেকে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুরে বড়াইল উপজাতি কল্যাণ আশ্রমের পাশে সংগঠনের নিজ সম্পত্তিতে এই পরিসেবা গত ৬ মাস ধরে চলে আসছে। এলাকায় বহু দুঃস্থ রোগী ইতিমধ্যে উপকৃত হয়েছেন বলে জানা গেছে। গড়ে প্রতিদিন ২৫ থেকে ৩০ জন রোগীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

* উদ্বাস্তু বন্ধু বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের ৮২তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে। নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ আয়োজিত এই অনুষ্ঠান নদীয়া জেলার বাদকুল্লায় এক আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণ করেন সংগঠনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। অসীম রায়, সুকান্ত চাকী, রতন মজুমদার, শচীন ঘোষ, সুবোধ বিশ্বাস প্রমুখ। বক্তারা বীরেনবাবুর জীবনের বিভিন্ন দিক এবং কর্মকাণ্ড উল্লেখ করেন।

* পাকিস্তানের জন্মদিন ১৪ আগস্ট কালো দিবস পালন করলো নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ। নদীয়া জেলার তাহেরপুর থানার বাদকুল্লা নন্দন মার্কেটের সম্মুখে ও চাকদহ থানার শিমুরালি চৌরাস্তায় দুটি প্রকাশ্য প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ কালো দিবস পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। নন্দন মার্কেটের সভায় প্রবোধ চক্রবর্তী, রতন মজুমদার, শচীন ঘোষ, সুবোধ বিশ্বাস, বিনয় বিশ্বাস বাবলু অরো অনেক বক্তা বক্তব্য রাখেন। শিমুরালি চৌরাস্তায় বক্তব্য রাখেন অসীম রায়, প্রশান্ত শর্মা, সুকান্ত চাকী, সঞ্জয় বিশ্বাস, সত্য বিশ্বাস ও সুভাষ চক্রবর্ত্তী সহ আরো অনেকে।

* গত ২৭ আগস্ট নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ আয়োজিত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার চাদরা বাজারে।

সভায় বক্তব্য রাখেন অসীম রায়, রতন মজুমদার, শচীন ঘোষ, সুকান্ত চাকী ও প্রশান্ত শর্মা।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু উৎপীড়ন অব্যাহত

নিজস্ব বাংলাদেশ প্রতিনিধি প্রেরিত ঃ

* ৯ আগস্ট ২০১০ গভীর রাতে, মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর পৌর এলাকার মধ্য সিঙ্গাইর গ্রামে হিন্দু বাসিন্দা ও সাংবাদিক মানবেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মা উমা দেবী চক্রবর্ত্তী (৬৫) কে, স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্তরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। দুর্বৃত্তরা টিনের বেড়া কেটে ঘরে প্রবেশ করে। হাত-পা ও মুখ কাপড় দিয়ে বেধে শ্বাস রুদ্ধ করে উমা দেবীকে হত্যা করে।

* সম্প্রতি সুনামগঞ্জ শহরে উপত্যকা এলাকার হিন্দু বাসিন্দা চরিত্র রঞ্জন চক্রবর্ত্তীর বাড়ির ১৬ শতক জমি ইসলামী ধর্মস্থানের অজুহাত দেখিয়ে মুসলিম দুর্বৃত্তরা দখলের চেষ্টা করে। স্থানীয় প্রগতিশীল মানুষদের চেষ্টায় চরিত্রবাবুর বসতবাটী এ যাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেছে।

* ৮ আগস্ট ২০১০ ভোর চারটায়, ঢাকায় অবস্থিত সোহারাওয়ার্দী মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক হিন্দু উত্তম কুমার দাসকে ও তার পরিবারকে মুসলিম দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা করে। সবাই প্রাণে বেঁচে গেলেও ঘরের সমস্ত মালপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

* ১০ আগস্ট ২০১০ সকালে, সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার সপ্তমখণ্ড গ্রামের হিন্দু আদিবাসী রাজেন্দ্র পাত্রের বাড়িতে মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। বাড়িটি দখলের উদ্দেশ্যে একই গ্রামের মোঃ মোস্তাক আহাম্মদের নেতৃত্বে ৮/১০ জন আগ্নেয়াস্ত্র এবং দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলাকারীরা রাজেন্দ্রর পরিবারের সবাইকে বেদম মারধোর করে সমস্ত মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে।

* ১১ আগস্ট ২০১০ নড়াইল জেলার নড়াগাঁতি উপজেলার কাশিমপুর গ্রামের দরিদ্র হিন্দু বাসিন্দা মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে (৪২) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত নির্মমভাবে হত্যা করেছে। হত্যার পর মণীন্দ্রর লাশ বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার মৌপুরা নামক গ্রামের আখখেতে ফেলে রেখে যায়।

* ২ আগস্ট ২০১০ গভীর রাতে, মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদি খান উপজেলার ইছাপুর গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা শ্রীমতি মনিকা ভাওয়াল (৩৪) ও কন্যা মাধুরী ভাওয়ালকে (১৬) মুসলিম দুর্বৃত্তরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। পুলিশ প্রকৃত ঘটনা আড়াল করতে আত্মহত্যা মামলা নথিভুক্ত করেছে।

* ১ আগস্ট ২০১০ গভীর রাতে, মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় বসবাসকারী খ্রীস্টধর্মাবলম্বী খাসিয়া আদিবাসীদের চাষের এক হাজার পান গাছের গোড়া মুসলিম দুর্বৃত্তরা কেটে দিয়েছে। এর ফলে খাসিয়া পুঞ্জির ২৮টি পরিবারের চারলাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে। নাহার—১ পুঞ্জির সহকারী মন্ত্রী ডোবারমিন পতাংশ থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন।

বান্দরবানে আদিবাসীরা উচ্ছেদ আতঙ্কে, অনেকে এলাকাছাড়া

তাহান্না আবরিয়ান হক জন্মের পাঁচ বছর আগে পাঁচ একর ভমি বন্দোবস্তের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করেছেন। তাঁর ভুয়া স্বাক্ষর সংবলিত আবেদনে মৌজার হেডম্যান (মৌজাপ্রধান) সুপারিশও করেছেন। আর নাহিয়ান আল-সামাদ পাঁচ একর জমি কিনেছেন জন্মের ১১ বছর আগে।

তাহান্না ও নাহিয়ান যথাক্রমে বান্দরবানের আলীকদম উপজেলার তৈনফা মৌজার হেডম্যানের মুহুরি (সচিব) মোজাম্মেল হকের ছেলে ও মেয়ে। হেডম্যান ও তাঁর মুহুরির অপতৎপরতার কারণে মৌজার আদিবাসীরা জমিজমা হারিয়ে এলাকা থেকে বিতাড়িত হচ্ছেন। বোমাং রাজার এক তদন্ত প্রতিবেদনে এসব জালিয়াতি ও অপতৎপরতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ওই মৌজার লোকজনের অভিযোগ, হেডম্যান রেংপুং ম্রোর মাধ্যমে মোজাম্মেল এভাবে নামে-বেনামে মৌজার অনেক জমি নিজের দখলে নিয়েছেন। এর বাইরে বেশির ভাগ জমি বহিরাগত লোকজনের কাছে তুলে দেওয়ায় মৌজাবাসী বিশেষ করে আদিবাসীরা এখন উচ্ছেদ-আতঙ্কে আছেন।

সরেজমিনে গিয়ে তৈনফা মৌজার কার্বারি (পাড়াপ্রধান) ও সাধারণ লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিভিন্ন সময় হেডম্যান রেংপুং ম্রো ও তাঁর মুহুরি মোজাম্মেলের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ দিলেও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এসব অভিযোগের ব্যাপারে জেলা প্রশাসকের লিখিত অনুরোধে বোমাং রাজা অংশৈপ্রু চৌধুরী গত বছর তদন্ত করেন। গত বছর ২৯ আগষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছে পেশ করা তদন্ত প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, সরকারি নির্দেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভুমি বন্দোবস্তের সব প্রক্রিয়া বন্ধ। কিন্তু রেংপুং ও মোজাম্মেল মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে বন্দোবস্তের সুপারিশ করায় বহিরাগত ব্যক্তিরা ভূমি দখল করেছেন। এর ফলে যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসা আদিবাসীরা ভোগদখলীয় জমি, সৃজিত বাগান ও জুমের জমি হারিয়ে বিতাড়িত হচ্ছেন। মোজাম্মেল নিজে মৌজার প্রায় অর্ধেক জমি দখল করে নিয়েছেন। রেংপুং ম্রোকে হেডম্যানের পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান এবং জম দখল ও জালিয়াতির জন্য মোজ্জামেল হকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছেন রাজা।

ছনমপাড়ার ছনম ম্রো কার্বারি (পাড়াপ্রধান) বলেন, তাঁর পাড়ার আশপাশের জমি দখল করে বহিরাগত লোকজন বাণিজ্যিক বনায়ন করছেন। তিনি বলেন, 'একইভাবে ভাবিপাড়া, কলাঝিড়িপাড়া মেনকংপাড়া সহ মৌজার প্রায় সব আদিবাসী পাড়া গ্রামের অনেক জমি, বসতভিটা এমনকি বন্দোবস্ত পাওয়া জমিও দখল হয়েছে। এ অবস্থায় আদিবাসীদের এখন বসবাসের এবং যাওয়ার কোনো জায়গা না থাকায় তাঁরা মারাত্মক সংকটে পড়েছেন।

মৌজার বিভিন্ন পাড়ার বাসিন্দা নর্বাট ত্রিপুরা, আকাদি ত্রিপুরা, রৈচুং ম্রো ও তুমথক স্লো জানান, তাঁদের প্রত্যেকের নামে পাঁচ একর করে জমি বন্দোবস্ত নেওয়া আছে। কিন্তু হেডম্যান ও তাঁর মুহুরির জালিয়াতি ও সহযোগিতায় তাঁদের জমি, আম-কাঁঠাল, গামারিবাগান বহিরাগত মুসলিমরা দখল করে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ দিয়েও কোনো কাজ হয়নি।

জেলা প্রশাসক মিজানুর রহমান জানান, বোমাং রাজার প্রতিবেদনে হেডম্যান ও তাঁর মুহুরির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে। ওই প্রতিবেদন পাওয়ার পর তাঁদের বিরুদ্ধে শিগগিরই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সমাজের চোখে অনেকদিন ঠুলি দেওয়া চলে না।.... সর্বংসাহা ধরিত্রীর মতো সমাজ অনেক সহ্য করে, কিন্তু একদিন না একদিন জেগে ওঠে এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগ যুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতা রাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।
—স্বামী বিবেকানন্দ

প্রকাশক, মুদ্রক —সুভাষ চক্রবর্ত্তী, ৮৫ এ পি সি রোড, কোলকাতা-৯, প্রধান কার্যালয় ঃ স্কুলপাড়া, শ্রীখণ্ডা, কোলকাতা - ১৫২ কর্তৃক প্রকাশিত
আনন্দ প্রিন্টার্স, ৩/১সি মোহনবাগান লেন কোলকাতা - ৪ হইতে মুদ্রিত
সত্ত্বাধিকারী ও সম্পাদক ঃ সুভাষ চক্রবর্ত্তী
ফোন নং ঃ ৯২৩৯৭৬৯৯৩৮